মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ-../../১৪৩০ বাংলা ../../২০২৪ খ্রি.

এস. আর. ও নং আইন/২০২৪ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) এর ধারা ৫১ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:-

১। বিধি ৪ এর উপ-বিধি (ঘ) এ উল্লিখিত "কর্তৃপক্ষকে পূর্বেই অবহিত" শব্দগুচ্ছের পরিবর্তে "কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ" শব্দগুচ্ছ প্রতিস্থাপিত হইবে।

২। বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১)(ক) নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা: –

সনদ প্রদানকালে প্রদত্ত যেকোন শর্ত ভঙ্গ করিলে;

৩। বিধি ৬ এর পর নিম্নরূপ একটি নতুন বিধি ৬ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"বিধি ৬ এর অধীন কোন প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল করা হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত সিদ্ধান্তের পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের পরিচালনা বোর্ডের নিকট আপীল করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ আপীলের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।"

৪। বিধি ৮ এর উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত "প্রতি মেয়াদে এমনভাবে নূতন সদস্য অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে যাহাতে পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা অর্ধেকের অপেক্ষা কম না হয়" শব্দগুচ্ছ "কোন মেয়াদে মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি পরিবর্তন করা যাইবে না" শব্দগুচ্ছ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। বিধি ১৮ এর উপ-বিধি (৩) এ "কর্তৃক" শব্দের পরিবর্তে "হইতে" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। বিধি ২০ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত "১০" সংখ্যার পরিবর্তে "৫" সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। বিধি ২০ এর উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত "ব্যাকের" শব্দটি "ব্যাংকের" শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। বিধি ২১ এর উপ-বিধি (ক) এ উল্লিখিত "১০" সংখ্যার পরিবর্তে "৫" সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। বিধি ২৪ এর উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত "দুর্যোগকালীন ঋণ" শব্দগুচ্ছের পর "শিক্ষা ঋণ" শব্দগুচ্ছ সংযোজিত হইবে।

১০। বিধি ২৭ এর উপ-বিধি (১)(খ) এ উল্লিখিত "গ্রাহকগণের সম্মতিতে তাহাদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট হারে প্রতিষ্ঠানের সমিতির ধরণ অনুযায়ী উন্মুক্ত সভায় সংগ্রহ করা যাইবে" শব্দগুচ্ছ "সমিতিভুক্ত কোন গ্রাহক কর্তৃক স্বেচ্ছায় জমাকৃত অর্থ" শব্দগুচ্ছ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। বিধি ২৮ এর উপ-বিধি (ঙ) এ উল্লিখিত "৪০%" সংখ্যা ও চিহ্নের পরিবর্তে "৭৫%" সংখ্যা ও চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। বিধি ২৯ এর উপ-বিধি (ঙ) এ উল্লিখিত "৫০%" সংখ্যা ও চিহ্নের পরিবর্তে "৭৫%" সংখ্যা ও চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৩। বিধি ৩৮ এর পর নিম্নরূপ একটি নতুন বিধি ৩৮ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

মোঃ ফসিউল্লাহ্
এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি
মগবাজার, ঢাকা।

কর্তৃপক্ষ লিখিত আদেশ দ্বারা, কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে কর্তৃপক্ষের স্থায়ী পদে কর্মরত কোন কর্মকর্তাকে পর্যবেক্ষক হিসেবে ১ (এক) বৎসরের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে এবং পর্যবেক্ষকের কার্যপরিধি অথরিটি কর্তৃক স্থিরকৃত হইবে। তবে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে স্বীয় বিবেচনায় উক্ত মেয়াদ আরো বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

১৪। বিধি ৩৯ এর উপ-বিধি (৪) নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:–

"প্রত্যেক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক উহার বাজেটের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে এবং উক্ত অনুমোদিত বাজেটের কপি অর্থ বৎসরের প্রথম মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, পরবর্তীতে উক্ত বাজেট সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।"

১৫। বিধি ৪৩ এর উপ-বিধি (৫) নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা: –

"ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান আয়কর আইনে বর্ণিত হার অনুসরণ করিয়া উহার সম্পদের অবচয় ধার্য করিবে।"

১৬। বিধি ৪৪ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত "বাৎসরিক" শব্দের পরিবর্তে "ষাণ্মাসিক" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে,

এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান

মোঃ ফসিউল্লাহ্
এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি
মগবাজার, ঢাকা।